ESTD.-1920

# জর্জ টেলিগ্রাফ
## জীবন গড়ার ১০২ বছর

102 YEARS GEORGE TELEGRAPH 1920 2022

## দ্য জর্জ টেলিগ্রাফ ট্রেনিং ইনস্টিটিউট
### ১৯২০ সাল থেকে উজ্জ্বল ভবিষ্যত গড়ে চলেছে

প্রয়াত প্রতিষ্ঠাতা
হরিপদ দত্ত
১৮৯৯-১৯৬০

বিগত শতাব্দীর গোড়ায় দুচোখে শিল্পোদ্যোগের স্বপ্ন নিয়ে ঢাকা বিক্রমপুর থেকে কলকাতায় চলে আসেন হরিপদ দত্ত। হাতে সামান্য মূলধন। তখন ইংরেজ আমল। স্বদেশী যুগ চলছে। শুরুটা সোজা ছিল না। স্বল্প পুঁজি নিয়েই রাজাবাজার অঞ্চলে প্রতিষ্ঠা করলেন পূর্ব ভারতে কারিগরী শিক্ষার বৃহত্তম প্রতিষ্ঠান 'দি জর্জ টেলিগ্রাফ ট্রেনিং ইনস্টিটিউট'। ক্রমশ জর্জ হয়ে ওঠে এদেশের শিক্ষা তীর্থ, উৎকর্ষ কেন্দ্র। হরিপদ দত্ত-র নিপুণ কর্মদক্ষতায় ও পরবর্তীকালে তার সন্তানদের পরিচালনা কৃতিত্বে গত ১০২ বছরে এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি অপ্রতিরোধ্য গতিতে এগিয়ে চলেছে। এই উজ্জ্বল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটির প্রতিষ্ঠার পেছনে প্রেরণায় ছিলেন রেলের উচ্চপদস্থ কর্তা প্রয়াত জর্জ সাহেব। প্রয়াত জর্জ সাহেব হরিপদ দত্তকে হাতে ধরে ওয়্যারলেস টেলিগ্রাফি শিখিয়েছিলেন। বাংলায় যা টরেটক্কা নামে পরিচিত। প্রয়াত জর্জ সাহেবের নামে নামকরণ হয় দ্য জর্জ টেলিগ্রাফ ট্রেনিং ইনস্টিটিউটের। ওয়্যারলেস টেলিগ্রাফি শিক্ষায় চ্যাম্পিয়ান ছিল জর্জ। বিশের দশকেই বি.বি. গাঙ্গুলী স্ট্রীটের শিয়ালদা ক্যাম্পাসে শিক্ষাদান পর্ব শুরু হয়। জর্জ টেলিগ্রাফের উড়ান, উত্থান, উন্মেষ এর পর ইতিহাস।

*জর্জ টেলিগ্রাফের কিছু ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে প্রিন্সিপ্যাল শ্রী গোরা দত্ত*

সময়ের বিবর্তনের সাথে সাথে জর্জ টেলিগ্রাফ নিজেকে পরিবর্তন করে প্রযুক্তির অগ্রগতির তালে তাল মিলিয়ে নতুন নতুন কোর্স সংযোজন করে চলেছে। ওয়্যারলেস টেলিগ্রাফি টেলিফোনির পরেই যোগ হয় অ্যাসিস্টেন্ট স্টেশন মাস্টার কোর্স। অসংখ্য ছাত্রছাত্রীদের জর্জ টেলিগ্রাফের কোর্স করার পর চাকরি হয় রেলে। তারপর রেডিও প্রযুক্তি এলে শুরু হয় রেডিও টেকনোলজি কোর্স। প্রথমে ভাল্ব সেট তার পর ট্রানজিস্টার সেট। এরপর টেলিভিশনের যুগ। জর্জ নিয়ে এল অডিও টিভি ইঞ্জিনিয়ারিং কোর্স। প্রথমে সাদা কালো তারপর রঙীন। উদার অর্থনীতির জমানায় সমস্ত বিদেশী কোম্পানী এদেশে বাণিজ্য করার সুযোগ পেল। জর্জ টেলিগ্রাফের অটোমোবাইল ইঞ্জিনিয়ারিং, এয়ার কন্ডিশন এন্ড রেফ্রিজারেশন ইঞ্জিনিয়ারিং কোর্স সমূহ সমৃদ্ধ হল। হাজার হাজার ছাত্রছাত্রী এই সকল কোর্স করে উপকৃত হল। এখনো এই কোর্স দুটি ছাত্রছাত্রী মহলে সমান ভাবে সমাদৃত। কম্পিউটার এবং পরবর্তীকালে মোবাইলের প্রচলনের সাথে সাথে জর্জ টেলিগ্রাফ নিয়ে এল কম্পিউটার হার্ডওয়্যার নেটওয়ার্কিং ও বিভিন্ন সফটওয়্যার কোর্স। এছাড়াও ল্যাপটপ রিপেয়ারিং, মোবাইল স্মার্টফোন রিপেয়ারিং কোর্স সাড়া জাগালো। ইদানীং কালে সংযোজিত বিশেষ কয়েকটি কোর্স হল সাইবার সিকিউরিটি, সি সি টিভি ইনস্টলেশন টেকনিশিয়ান, সোলার পাওয়ার টেকনলজি, প্যারামেডিকেল সায়েন্স এবং বিউটি এন্ড ওয়েলনেসের ওপর বিভিন্ন কোর্স। যুগ ও প্রযুক্তির অগ্রগতির সাথে এগিয়ে চলাটাই জর্জের সাফল্যের চাবিকাঠি।

১৬ই মে ১৯২০- ঐতিহাসিক সূচনা পর্ব থেকে আজকের জর্জ টেলিগ্রাফ একই ভাবে জনমুখী। অভিভাবক, ছাত্রছাত্রী মহলে সমান সমাদৃত। জর্জ টেলিগ্রাফ - জীবন গড়ে দেয়। ১০২ বছরের জর্জ টেলিগ্রাফ শিক্ষাদানে শ্রেষ্ঠ ও সর্ববৃহৎ। সব ছাত্রছাত্রীদের জীবনে প্রতিষ্ঠা দেওয়াই জর্জ ট্রেলিগ্রাফের একমাত্র লক্ষ্য। জর্জের ছাত্রছাত্রীরা সমস্ত ক্ষেত্রে সাফল্যের সঙ্গে চাকরি করছে। জর্জের ৮০টির বেশি কোর্স ৭০+ কেন্দ্রে চলছে।

**জর্জ টেলিগ্রাফ - জীবন গড়ে দেয়**

SINCE 1920

# জর্জ টেলিগ্রাফ
## জীবন গড়ার ১০২ বছর

102 YEARS GEORGE TELEGRAPH 1920 2022

প্রিন্সিপ্যাল
শ্রী গোরা দত্ত
*দ্য জর্জ টেলিগ্রাফ ট্রেনিং ইনস্টিটিউট*

"এই ইনস্টিটিউট পূর্ব ভারতে এক মাইল স্টোন। জীবন গড়ার এক নিরবচ্ছিন্ন কারিগর। শিক্ষাশেষে বাংলার ছেলে মেয়েদের হাত ধরে অভিভাবকের মতো অন্ন সংস্থানের পথ দেখিয়ে, গত ১০২ বছর ধরে দেশ জুড়ে এক অনন্য নজির সৃষ্টি করছে 'দ্য জর্জ টেলিগ্রাফ ট্রেনিং ইনস্টিটিউট'। জর্জের সবকটি কেন্দ্রের বেশীর ভাগ কোর্স N.S.D.C দ্বারা স্বীকৃত। শুধুমাত্র মেধাবী নয়, স্বল্পমেধার অজস্র ছাত্রছাত্রী দেশের নানা প্রান্তে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে ছড়িয়ে রয়েছে জর্জ টেলিগ্রাফ থেকে প্রশিক্ষণ নিয়ে। আজও জর্জ টেলিগ্রাফের প্রাক্তনীরা সগর্বে বলতে পারেন "জর্জ টেলিগ্রাফ জীবন গড়ে দেয়।"

- কারিগরী শিক্ষায় ১০২ বছরের ঐতিহ্য
- সেরা প্রশিক্ষণ পরিকাঠামো
- শিল্প কেন্দ্রিক প্রশিক্ষণ
- অসাধারণ প্লেসমেন্ট রেকর্ড
- সমগ্র পূর্বভারত জুড়ে উপস্থিতি
- শিল্প অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ফ্যাকাল্টি
- ৭০+ কেন্দ্র
- ৮০+ পাঠ্যক্রম

## ব্যাপ্তিতে অনন্য দ্য জর্জ টেলিগ্রাফ গ্রুপ

প্রয়োজন অনুযায়ী নিজেকে মেলে ধরেছে জর্জ টেলিগ্রাফ গ্রুপ। গড়ে তুলেছে একের পর এক প্রতিষ্ঠান। শক্ত খুঁটির ওপর দাঁড় করিয়েছে স্বীয় শাখা সংস্থা গুলোকে। পারস্পরিক মেলবন্ধন ও নৈকট্যে ঘরে বাইরে শিক্ষা বিপ্লব ঘটে গেছে। এই কঠিন সময়েও ডিজিটাল জর্জ অনলাইনে তার করিশ্মা দেখাচ্ছে। অভিভাবকরা ১০০ শতাংশ ভরসা রাখছেন জীবন গড়ার কারিগরের ওপর।

*জর্জ কলেজ ঃ নরেন্দ্রপুর ক্যাম্পাস*

### জর্জ কলেজ

**শিয়ালদহ ক্যাম্পাস ঃ**

শিয়ালদার জর্জ কলেজ ওয়েস্টবেঙ্গল ইউনিভার্সিটি অফ টেকনোলজির স্বীকৃতি পায় ২০০১ সালে। জর্জ কলেজ অনুমোদিত প্রথম সংস্থা যেখানে পেশাদার ডিগ্রি কোর্স বিজনেস্ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (BBA), কম্পিউটার অ্যাপ্লিকেশন (BCA), হস্পিটাল ম্যানেজমেন্ট (HM), ক্লিনিক্যাল অপটোমট্রি (B.Optm), মিডিয়া সায়েন্স (BMS), ট্রাভেল অ্যান্ড টুরিজম ম্যানেজমেন্ট (BTTM) এবং স্পোর্টস ম্যানেজমেন্ট (BSM) পড়ানো হয়। এখনও পর্যন্ত জর্জ কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের সাফল্য গর্ব করে বলার মতো। ২০১৯-এ জর্জ গ্রুপ অফ্ কলেজেস্-এর মুকুটে একটি নতুন পালকের সংযোজন হল B.Voc কোর্স গুলি চালু করার মাধ্যমে। ওয়েস্টবেঙ্গল ইউনিভার্সিটি অফ টেকনোলজির বর্তমানে পরিবর্তিত নাম মৌলানা আবুল কালাম আজাদ ইউনিভার্সিটি অফ টেকনোলজি, ওয়েস্টবেঙ্গল। জর্জ কলেজের শিক্ষা মুকুটে রয়েছে মোট ৬টি ক্যাম্পাস। মৌলানা আবুল কালাম আদাজ ইউনিভার্সিটি অফ্ টেকনোলজি যৌথ ভাবে জর্জ কলেজের সঙ্গে দুটি ইউনিভার্সিটি অফ্ ক্যাম্পাস চালু করেছে।

**জর্জ কলেজ নরেন্দ্রপুর ক্যাম্পাস ঃ** এই ক্যাম্পাসে চলছে বি.এস.সি ইন আই টি (ডাটা সায়েন্স), বি.এস.সি ইন আই টি (সাইবার সিকিউরিটি), বি.এস.সি ইন আই টি (আর্টিফিশিয়াল ইনটেলিজেন্স), বি.এস.সি ইন গেমিং এন্ড মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন ডেভেলপমেন্ট, বি.এস.সি ইন মাল্টিমিডিয়া, অ্যানিমেশন এন্ড গ্রাফিক্স বি.বি.এ ইন হসপিটাল মানেজমেন্ট, বি.বি.এ ইন (গ্লোবাল বিজনেস), এম.এস.সি ইন মাল্টিমিডিয়া, অ্যানিমেশন এন্ড গ্রাফিক্স, এম.এস.সি ইন ক্লিনিক্যাল সাইকোলজি ইত্যাদি।

### জর্জ কলেজ অফ ম্যানেজমেন্ট এন্ড সায়েন্স

এই সাফল্যের পথ ধরেই ২০০৩ সালে তৈরা হয়েছে জর্জ কলেজ অফ ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড সায়েন্স। এই কলেজটিতে MAKAUT অনুমোদিত বিভিন্ন পেশাদার ডিগ্রি কোর্স পড়ানো হয়।

### জর্জ কলেজ (ডিপার্টমেন্ট অফ্ এডুকেশন)

George College (Dept of Education) B.Ed এবং D.El.Ed কোর্স পড়ানোর জন্য স্বীকৃতী পেয়েছে NCTE কাছ থেকে, যা যথাক্রমে WBUTTEPA এবং WBBPE দ্বারা অনুমোদিত।

### জর্জ স্কুল অফ ল

২০১২ সালে কলকাতার কাছেই কোন্নগরে George School of Law, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় অনুমোদিত B.A.LL.B কোর্স পড়ানো হয়। ২০১৮ সালে George School of Law তে শুরু হয় বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় অনুমোদিত ৩ বছরের LL.B কোর্সটি। যা বার কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়া দ্বারা স্বীকৃত।

### জর্জ টেলিগ্রাফ কলেজ অফ বিউটি এন্ড ওয়েলনেস

জর্জ টেলিগ্রাফ কলেজ অফ বিউটি এন্ড ওয়েলনেসের কোর্স করে অসংখ্য ছাত্র ছাত্রী আজ উপকৃত। এই সংস্থাও NCVRT ও নেতাজী সুভাষ ওপেন ইউনিভার্সিটি দ্বারা স্বীকৃত। আছে ৮টি কেন্দ্র। রূপচর্চার দিগন্তে অত্যন্ত স্বচ্ছন্দ বিউটি এন্ড ওয়েলনেস প্রশিক্ষিত ছাত্রছাত্রীরা।

# জর্জ টেলিগ্রাফ
## জীবন গড়ার ১০২ বছর

SINCE 1920

102 YEARS GEORGE TELEGRAPH 1920 2022

### জর্জ ইনস্টিটিউট অফ ইমেজ ম্যানেজমেন্ট

এখন আমরা দেখতে পাই সারা পৃথিবীতে সবাই তাদের ভাবমূর্তি সমন্ধে সচেতন, এবং তার উন্নয়নের জন্য উদ্যোগী, সচেষ্ট এবং সে যে ক্ষেত্রের মানুষই হোক না কেন, সেটা বিনোদন হোক, ক্রীড়াক্ষেত্র হোক, রাজনৈতিক হোক সবাই কিন্তু চায় সমাজের সামনে নিজেকে মেলেধরতে এবং নিজের ভাবমূর্তিকে ভালোভাবে প্রতিষ্ঠা করতে। জর্জ ইনস্টিটিউট অফ ইমেজ ম্যানেজমেন্ট শেখায় কিভাবে সাজপোষাক পড়তেহবে, কিভাবে সমাজে চলাফেরা করতে হবে, কিভাবে নিজেকে এগিয়ে নিয়েযেতে হবে এবং সবরকম আদপকায়দা জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে কি হওয়া উচিত সেই সব বিষয়ে শিক্ষিত করে।

### জর্জ স্কুল অফ কম্পিটিটিভ এক্সামস

প্রতিযোগিতা মূলক পরীক্ষার প্রস্তুতি পর্বের সেরা ঠিকানা হয়ে উঠেছে জর্জ স্কুল অফ কম্পিটিটিভ এক্সামস। সরকারী চাকরির প্রস্তুতিতে অর্জন করেছে সেরার শিরোপা। ২০০৮ অর্থাৎ প্রতিষ্ঠা সময়ের আশা, আকাঙ্খা, লক্ষ্য, ভরসা থেকে এতটুকুও বিচ্যুত হয়নি জর্জ টেলিগ্রাফ গ্রুপের অন্যতম মণিরত্ন এই শাখা সংস্থা।

### জর্জ অ্যানিম্যাট্রিক্স স্কুল অফ অ্যানিমেশন

জর্জ অ্যানিম্যাট্রিক্স-এর ছাত্রছাত্রীরা লাইভ প্রজেক্টে অংশগ্রহণ করে। তারা 2D & 3D অ্যানিমেশন, অডিও এন্ড ভিডিও এডিটিং, কম্পোসিটিং অ্যাড VFX প্রভৃতি শেখে। মোট ১৪টি কোর্সের মাধ্যমে ছাত্রছাত্রীরা বিনোদন এবং ডিজিটাল মিডিয়াতে স্পেশালাইজেশন করে।

শতবর্ষে স্কিল ফেয়ার

### জর্জ টেলিগ্রাফ ইনস্টিটিউট অফ অ্যাকাউন্টস

মূলত এক্সপার্ট অ্যাকাউটেন্ট গড়ে তোলার প্রতিষ্ঠান জর্জ টেলিগ্রাফ ইনস্টিটিউট অফ অ্যাকাউন্টস। কোর্সের মধ্যে রয়েছে সার্টিফায়েড প্রফেশনাল অ্যাকাউন্টেন্ট, সার্টিফিকেট কোর্স ইন কম্পিউটারাইজড অন লাইন ই ফাইলিং, সার্টিফিকেট কোর্স ইন Tally ERP 9 এবং সার্টিফিকেট কোর্স ইন অ্যাডভান্সড এক্সেল জিএসটি।

### জর্জ ইনস্টিটিউট অফ ইন্টেরিয়র ডিজাইন

সৃষ্টির জগতে নিজস্ব জায়গা করে নিয়েছে অন্দরসজ্জা বা ইন্টিরিয়র ডেকরেশন। ''ইন্টেরিয়র ডিজাইনের'' ওপর ইন্ড্রাস্ট্রি রেডি কোর্স করাচ্ছে যাতে ছাত্রছাত্রীরা সেরা ইন্টেরিয়র কোম্পানিতে চাকরি করতে পারে। বা নিজস্ব ব্যবসা করতে পারে। পার্কস্ট্রিটে এই ইনস্টিটিউট টি অবস্থিত। কোর্সসমূহের মধ্যে রয়েছে ডিপ্লোমা ইন প্রফেশনাল ইন্টেরিয়র ডিজাইন, অ্যাডভান্স ডিপ্লোমা ইন প্রফেশনাল ইন্টেরিয়র ডিজাইন, ব্যাচেলার ইন ইন্টেরিয়র ডিজাইন (B.VOC) প্রভৃতি।

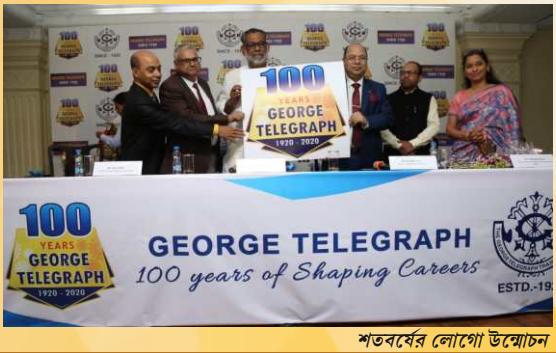


শতবর্ষের লোগো উন্মোচন

### লিটল জর্জিয়ান্স

লিটল জর্জিয়ান্স-এ শিশুরা বাড়ির পরিবেশ পায়। এই প্লে স্কুলে পড়তে আসতে সব বাচ্চারাই পছন্দ করে। অত্যন্ত যত্ন নিয়ে শিক্ষক নির্বাচন করা হয়। তারা অত্যন্ত মনোযোগ দিয়ে খুবই যত্ন সহকারে পড়ান। আজকের চারা গাছ ভবিষ্যতে মহীরূহ হবে।

### জর্জ টেলিগ্রাফ ফিল্ম এন্ড টেলিভিশন ইনস্টিটিউট

কেমন করে তৈরি হয় শিল্পী, কেই বা হন পরিচালক? -এই সব কিছুর উত্তর দিতেই গড়ে উঠেছে জর্জ টেলিগ্রাফ ফিল্ম এন্ড টেলিভিশন ইনস্টিটিউট । পাঠ্যক্রমের মধ্যে রয়েছে - অ্যাকটিং, ডিরেকশন, এডিটিং, সিনেমাটোগ্রাফি, অ্যাডভান্স কোর্স(স্টেজ অ্যাকটিং), যার চিফ মেন্টর খ্যাতনামা চলচ্চিত্র পরিচালক সৃজিত মুখার্জি। এই প্রতিষ্ঠানের ডিন হলেন বিপ্লব দাশগুপ্ত, বিভাগীয় প্রধান-নির্দেশনা ঃ অতনু ঘোষ, বিভাগীয় প্রধান এডিটিং-রবিরঞ্জন মৈত্র, বিভাগীয় প্রধান- সিনেমাটোগ্রাফি ঃ সৌমিক হালদার এবং তত্ত্বাবধানে রয়েছেন যুগ্ম নির্দেশক তুহিনা পাণ্ডে। এই কেন্দ্রটি নেতাজী নগরে অবস্থিত।

### জি এস সি ই পাবলিকেশন্স

মূলত সরকারি পরীক্ষার প্রস্তুতি পর্বের বিভিন্ন পুস্তক প্রকাশনা করে থাকে জি এস সি ই পাবলিকেশন্স। অ্যাচিভার্স, অ্যাচিভার্স ইন ফোকাস, অ্যাচিভার্স ইয়ারবুক, শিক্ষা-চাকরি-খেলা, WBCS স্পেশাল বুক, প্রাইমারী টেট ইত্যাদি প্রকাশনা পাঠককে একসূত্রে বাঁধে।

### জর্জ ইনমফর্ট প্রাইভেট লিমিটেড

১৯৯৯ সালে প্রতিষ্ঠিত জর্জের এই গ্রুপ কোম্পানিটি মেডিকেল ইক্যুইপমেন্ট এবং অর্থপেডিক ইমপ্ল্যান্টস এর পরিবেশক।

### দ্য জর্জ টেলিগ্রাফ সেন্টার অফ প্যারামেডিক্যাল সায়েন্স

পশ্চিমবঙ্গে প্যারামেডিক্যাল টেকনিশিয়ানের খুবই অভাব অথচ এই অতিমারীর সময় তো বটেই, আগামী দিনেও এদের প্রয়োজন এখন সর্বত্র। একজন দক্ষ প্রশিক্ষিত হেলথ্‌কেয়ার ওয়ার্কার বা স্বাস্থ্যকর্মী প্রত্যন্ত গ্রাম থেকে অত্যাধুনিক শহরের সর্বত্র চিকিৎসকের আগেই রোগীর কাছে প্রাণদায়ী ভূমিকা নিতে পারেন। এই প্রয়োজনীয়তার কথা মাথায় রেখেই দ্য জর্জ টেলিগ্রাফের এই জনকল্যাণকামী উদ্যোগ। এই উদ্যোগে ইতিমধ্যেই সামিল হয়েছেন স্বাস্থ-পরিষেবার সঙ্গে যুক্ত বহু বিশিষ্ট সংস্থা এবং অসংখ্য চিকিৎসক। একজন হেলথ্‌কেয়ার টেকনিশিয়ান শুধু এক্স-রে, ইসিজি, ইউএসজি, রক্ত পরিক্ষার মতো প্রতিদিনের প্রয়োজনীয় কাজই করেন না। একজন দক্ষ স্বাস্থ্যকর্মী ল্যাবরেটরির কাজের শেষে কম্পিউটারে একজন রোগীর মেডিক্যাল রিপোর্ট নিখুঁতভাবে তুলে রাখতে পারেন।

SINCE 1920

# জর্জ টেলিগ্রাফ
## জীবন গড়ার ১০২ বছর

102 YEARS GEORGE TELEGRAPH 1920 2022

## সমাজ সেবায় জর্জ টেলিগ্রাফ

জর্জ টেলিগ্রাফের প্রয়াত রেজিস্ট্রার প্রদ্যোৎ কুমার দত্তের স্মৃতির উদ্দেশ্যে শতকরা ১০০ ভাগ পর্য্যন্ত বৃত্তি দিয়ে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা হল প্রদ্যোৎ দত্ত মেমোরিয়াল সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার স্কীম। যাতে সহস্রাধিক প্রতিবন্ধী, অনুন্নত ও অনগ্রসর শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীরা উপকৃত।

দ্য জর্জ টেলিগ্রাফ ট্রেনিং ইনস্টিটিউট স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা ফিউচার হোপ ইন্ডিয়া, যারা অনাথ, হত দরিদ্র ও পরিত্যক্ত শিশুদের আশ্রয়, শিক্ষা ও ভরণপোষন করে মানুষ করে, তাদের সাথে যৌথ উদ্যোগে গড়ে তুলেছে ফিউচার হোপ স্কিল সেন্টার। ব্যারাকপুরে বিশাল এলাকা জুড়ে অলাভজনক এই প্রতিষ্ঠানটির প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে এইসব অসহায় ছাত্রছাত্রীদের সেরা মানের কারিগরি শিক্ষা দিয়ে চলেছে।

টেক্সম্যাকো লিমিটেড তাদের CSR প্রকল্পে জর্জ টেলিগ্রাফ কে সাথী করে বিভিন্ন বিষয়ে কারিগরি শিক্ষা দিচ্ছে তাদের বেলঘরিয়া শিক্ষা কেন্দ্রে।

## শিক্ষা ও ক্রীড়ার অনন্য এক সংসার

শিক্ষা ও ক্রীড়া দুই ক্ষেত্রেই ইতিহাস সৃষ্টি করে চলেছে জর্জ টেলিগ্রাফ। জর্জ টেলিগ্রাফ স্পোর্টিস ক্লাব, দি জর্জ টেলিগ্রাফ ট্রেনিং ইনস্টিটিউটের মতোই সুবিদিত, শ্রদ্ধার সঙ্গে উচ্চারিত এক নাম।

জর্জ টেলিগ্রাফ স্পোর্টস ক্লাবের ময়দান টেন্ট

জর্জের ফুটবল দল কলকাতা লিগের প্রিমিয়ার ডিভিশনে খেলছে। ক্রিকেট টিম খেলছে সিএবি লিগের প্রথম ডিভিশনের এলিড গ্রুপে। হরিপদ দত্তর পুত্রদের মধ্যে বিশ্বনাথ দত্ত ও প্রদ্যোৎ দত্ত একই সঙ্গে শিক্ষা ও ক্রীড়া প্রশাসনে অনবদ্য ভূমিকা পালন করেছেন। দি ইন্ডিয়ান ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের সচিব ও ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন অফ্ বেঙ্গলের সভাপতির পদ সাফল্যের সঙ্গে সামলেছেন বিশ্বনাথ দত্ত। ১৯৮৮-৮৯ সালে ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের প্রেসিডেন্ট হন বিশ্বনাথ দত্ত। বিশ্বনাথ দত্ত-র পুত্র সুব্রত দত্ত বর্তমানে আই. এফ.-এর চেয়ারম্যান ও সর্ব্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশনের সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট। এছাড়াও Asian Football Confederation-এর মার্কেটিং কমিটির সদস্য। ২০১৭ সালে অনূর্দ্ধ ১৭ বিশ্বকাপের সংগঠনের ডিরেক্টর'স বোর্ডের সদস্য ও পরিকাঠামো উন্নয়ন কমিটির চেয়ারম্যান ছিলেন। ওনার কাকা প্রয়াত প্রদ্যোৎ দত্ত ছিলেন কলকাতা ময়দানের এক উজ্জ্বল ক্রীড়া প্রশাসক। ক্রীড়া প্রশাসনের শাহেন্‌শা। ময়দানে তার বিপুল প্রভাব প্রতিপত্তি ছিল। দীর্ঘকাল আই.এফ.এ-র সচিব ছিলেন তিনি। তার আমলেই শিলিগুড়িতে নেহরু কাপের সফল আয়োজন সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে তাকে পাদপ্রদীপের আলোয় নিয়ে আসে। তার আমলেই চালু হয় কলকাতায় নার্সারি লিগ ও মহিলা লিগ এর খেলা। বর্তমানে ক্লাবের দৈনন্দিন দেখাশোনার দায়িত্বে আছেন প্রদ্যোৎ দত্ত-র জ্যেষ্ঠ পুত্র যুগ্ম সচিব অনির্বাণ দত্ত ও কার্যকরী সচিব অধিরাজ দত্ত। অনির্বাণ দত্ত এর অধীনে জর্জ টেলিগ্রাফ ২০০৯ ও ২০১৩ সালে দ্বিতীয় ডিভিশনের আই লিগ খেলে।

প্রয়াত বিশ্বনাথ দত্ত

শ্রী সুব্রত দত্ত

প্রয়াত প্রদ্যোৎ দত্ত

## বর্তমানে পরিচালনায় আছেন যাঁরা

**শ্রী গোরা দত্ত**
জর্জ টেলিগ্রাফ গ্রুপের ট্রাস্টি এবং চেয়ারম্যান।

**শ্রী সুব্রত দত্ত**
জর্জ টেলিগ্রাফ গ্রুপের ট্রাস্টি এবং ম্যানেজিং ডিরেক্টর।

**শ্রীমতি মৌসুমী রায় চৌধুরী**
জর্জ টেলিগ্রাফ গ্রুপের ট্রাস্টি এবং ডিরেক্টর।

**শ্রী অতীন দত্ত**
জর্জ টেলিগ্রাফ গ্রুপের ট্রাস্টি এবং ডিরেক্টর।

**শ্রী অনির্বাণ দত্ত**
জর্জ টেলিগ্রাফ গ্রুপের ট্রাস্টি এবং ডিরেক্টর।

**অনিন্দ্য দত্ত**
জর্জ টেলিগ্রাফ গ্রুপের ডিরেক্টর অপারেশন।

**গৌরব দত্ত**
জর্জ টেলিগ্রাফ গ্রুপের জয়েন্ট ডিরেক্টর, প্লেসমেন্ট এন্ড কর্পোরেট রিলেশন্স।

**অধিরাজ দত্ত**
জর্জ টেলিগ্রাফ গ্রুপের জয়েন্ট ডিরেক্টর, কর্পোরেট এবং মিডিয়া রিলেশন্স।

**জর্জ টেলিগ্রাফ - জীবন গড়ে দেয়**